Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 527 – 534
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরানুমানে হেত্বাভাসের আশঙ্কা ও নিরসন

পূর্নব্রত কোনার
SACT, স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান
ইমেইল : purnabrata1995@gmail.com

Keyword
ষড়দর্শন, অনুভব, অনুমান, পরামর্শ, পক্ষতা, হেত্বাভাস, ক্ষিত্যাঙ্কুর, সিদ্ধসাধন।

Abstract
মূলত ভারতীয় দর্শন নামক যে গভীর অরণ্য সেই অরণ্যের প্রত্যেকটি বৃক্ষেই আছে গভীর রহস্য যাকে ভেদ করতে যেমন ইচ্ছাও করবে তেমনই ভয়ও লাগবে। আর এইরূপ একটি আলোচনাই এখানে আমার আলোচ্য বিষয়, তা হল "ঈশ্বরানুমান ও হেত্বাভাস" আর এই বিষয়ে ন্যায় দর্শনের আলোচনাই এতো বৃহৎ যে অন্যান্য দর্শনের আলোচিত বিষয় বাদ দিলেও কয়েক দশক পেরিয়ে যাবে। ভারতীয় দর্শনে হেত্বাভাস মানেই হল-'অসৎ হেতু' বা 'হেতুর দোষ' যা অনুমানের একটি ভাগ। তাই হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রদান তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাঁচ প্রকার বিভাগ আলোচনার পরবর্তী কালে যেটি আমার মূল কার্য বা উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরানুমিত সম্পর্কে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছি। সেক্ষেত্রে যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হল ঈশ্বর আনুমানের ক্ষেত্রে যে হেতু, তাতে হেত্বাভাসের আগমন আর সেই বিষয়েই আশঙ্কা উত্থাপন করে সর্বোপরি দোষ মুক্ত করার প্রয়াস করেছি।

Discussion
এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় যখন ঈশ্বর অনুমান ও হেত্বাভাস তখন তা ন্যায় দর্শনের আলোচনা ব্যতিরেকে তা কখনোই সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শন যে সুবিশাল শাখা প্রশাখা বিপুল সম্ভাররাজির আয়তন বৃদ্ধি করেছে তা স্বীকার অনস্বীকার্য। এই ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক গরিমান্বিত হয় যে ষড়দর্শনের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যেই অন্যতম হল ন্যায় দর্শন। একটি প্রকাণ্ড কাণ্ডরূপ ন্যায় দর্শনের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে আর এই প্রকাণ্ডের একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকাণ্ড হল অনুমান, যা জ্ঞনতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রপরিসরে আলোচ্য রূপে বিদ্যমান। আর জ্ঞনতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষতম আলোচনা যে দর্শন সম্প্রদায় করে থাকে তাদের মধ্যে ন্যায় দর্শন অন্যতম। ভারতীয় দর্শন চর্চায় ন্যয়সম্মত অধিবিদ্যক আলোচনা সেভাবে গুরুত্ব না পেলেও তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বিগুন হারে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ভারতীয় দর্শনে 'প্রমা' শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এই শব্দটি পারিভাসিক অর্থে গ্রহন করা হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'প্রমা' শব্দটির অর্থ হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান (প্র-প্রকৃষ্ঠ, মা-জ্ঞান) আক্ষরিক অর্থে 'প্রমা' শব্দটি ব্যবহার করলে একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রকৃষ্ট জ্ঞন হল যথার্থ জ্ঞন। কিন্ত যথার্থ জ্ঞান মাত্রই প্রমাণ নয়। কারণ যথার্থ স্মৃতি

জ্ঞানকে প্রকৃষ্ঠ জ্ঞান বলা যায় কিন্তু প্রমাণ বলা যায় না। তাই পারিভাসিক অর্থে প্রমাণ হল যথার্থ অনুভব। নব্যনৈয়ায়িক অন্নংভট্ট প্রমার লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন –

"তদ্বতিতৎপ্রকারকঃ অনুভব যথার্থ।"[১]

প্রমান শব্দটি 'প্রমীয়তেহনেন' এই রূপ অর্থেই প্র-পূর্বক জ্ঞানবাচী 'মা' ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ল্যুট প্রত্যয় – সিদ্ধ। সুতরাং প্রমা মানে প্রকৃষ্ঠ জ্ঞান আর প্রকৃষ্ঠ জ্ঞানের কারণই প্রমান। অর্থাৎ প্রমাকরণত্বই প্রমানের লক্ষণ। ন্যায় মতে যথার্থ অনুভব যথা- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ এই চার প্রকার তাই তার করণ প্রমানও চার প্রকার যথা - প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে এই চার প্রকার প্রমানের উল্লেখ করেছেন। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন-

"সূত্রোক্তানি বেদিতব্যানি।"[২]

অনুমান প্রমানের লক্ষণ : ন্যায় মতে যে চার প্রকার প্রমান স্বীকার করা হয়েছে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রমান হল– অনুমান প্রমান। 'অনুমীয়তে অনেন' অথবা অনুমিতিকরণম - এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুমিতির করণকে অনুমান বলা হয়। অনু উপসর্গের উত্তর ভাবচ্যে ল্যুট প্রত্যয় যোগে 'অনুমান' কথাটি নিস্পত্তি হলে অনুমিতি ও অনুমান সামার্থাক হয়ে পড়ে।

প্রথমেই বলা যায় যে অনুমিতি বা অনুমান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পশ্চাৎ নির্ভর। অতএব অনুমান হল এক প্রকার পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্ত এটা অনুমানের লক্ষণ নয়। তাহলে অনুমানের লক্ষণ কী?

ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম তার 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে অনুমানের লক্ষণ দিয়েছেন এই ভাবে -

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টান্ত।"[৩]

অতএব, প্রত্যক্ষ নিরূপণনের অনন্তর 'তৎপূর্ব্বকং' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষ মূলক জ্ঞান হল অনুমান প্রমাণ এবং নব্যনৈয়ায়িক অন্নংভট্ট অনুমিতি লক্ষণ দিতে দিয়ে বলেছ —

"পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ"[৪]

নৈয়ায়িকগণ বিভিন্ন দিক থেকে অনুমানের বিভাগ করেছেন। প্রথমত, অভিপ্রায়ের দিক থেকে অনুমানকে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান ভেদে দ্বিবিধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, নৈয়ায়িকগণ কার্য- কারণের সম্বন্ধের দিক থেকে অনুমান কে পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই তিনটি বিভাগে ভাগ করেছেন। তৃতীয়ত, ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে অনুমানকে কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকে এবং অন্বয় ব্যতিরেকে এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। বিভাগ আলোচনান্তে আমি অনুমিতির বৈশিষ্ট্য তথা সদ্ধেতুক অনুমিতি নিয়ে আলোচনা করলাম -

সদ্ধূতুক অনুমিতির বৈশিষ্ট্য : পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে যেমন একাধিক বচন মিলে একটি অনুমান গঠিত হয় আবার এক একটি বচন একাধিক পদের দ্বারা গঠিত হয় তেমনি ন্যায় দর্শনে অনুমানের অঙ্গ হিসাবে একাধীক অবয়ব ও পদ স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায় মতে অনুমানের অবয়বের সংখ্যা তিনটি বা পাঁচটি হতে পারে। কিন্ত সংখ্যা তিনটি বেশি হয় না। এই তিনটি পদ হল- সাধ্য, পক্ষ এবং হেতু। এই তিনটি পদ নিম্নরূপ ভাবে আলোচনা করা হল -

পক্ষ : যেখানে সাধ্যে সন্দেহ হয় তাকে পক্ষ বলে। 'তর্কসংগ্রহ' পদের লক্ষন দেওয়া হয়েছে এইভাবে "সন্দিগ্ধ সাধ্যবান পক্ষঃ"[৫]

সাধ্য : সাধনিয় পদকে বলা হয় সাধ্য অর্থাৎ যে পদার্থকে অনুমান করা হয় সেই পদার্থবোধক পদের নাম সাধ্যপদ।

হেতু : যে পদার্থের সাহায্যে অনুমান করা হয় তাই হেতু। অর্থাৎ যে চিহ্ন বা লক্ষণ দেখে যার দ্বারা অনুমানটি করণ হয় তাকে হেতু বলে।

প্রকৃতপক্ষে যে হেতুতে যে ধর্ম থাকলে সদ্ধেতু হয়, আর যদি সেই সকল ধর্মের কোন একটির অভাব থাকে তাহলে সেই হেতুকে হেত্বাভাস বলে। সদ্ধেতু অনুমিতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ভাবে আলোচনা করা হল -

পক্ষসত্ত্ব : পক্ষসত্ত্ব অনুযায়ী হেতুকে পক্ষে থাকতে হবে। অর্থাৎ হেতুর পক্ষে থাকাই হল পক্ষসত্ত্ব। কিন্ত হেতুতে পক্ষসত্ত্ব ধর্মটি না থাকে তাহলে অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়।

সপক্ষসত্ত্ব : তর্কসগ্রহে লক্ষণ বলা হয়েছে "নিশ্চিত সাধ্যবান সপক্ষঃ"[৬] অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি নিশ্চতরূপে থাকে তাই সপক্ষে। এই সপক্ষসত্ত্ব এর অভাবে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হয়।

বিপক্ষাসত্ত্ব : তর্কসগ্রহে বিপক্ষাসত্ত্বের লক্ষণ বলা হয়েছে – "নিশ্চিত সাধ্যাভাববান বিপক্ষঃ"[৭] অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অভাব নিশ্চতরূপে থাকে তাই বিপক্ষাসত্ত্ব। এর অভাবে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার হেত্বাভাস হয়।

অসৎপ্রতিপক্ষত্ব : অসৎপ্রতিপক্ষত্ব অনুযায়ী প্রতিপক্ষ কোন হেতু নেই, অর্থাৎ অনুমানস্থলে যা হেতু গৃহীত হবে সেই হেতুর তুল্য বলশালী কোনো প্রতিপক্ষ হেতু থাকবে না। অসৎপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস হয়।

অবাধিতত্ত্ব : হেতুর এই ধর্মের দ্বারা হেতু অন্য কোন প্রমানের দ্বারা বাধা পাপ্ত হচ্ছে কিনা তা দেখা হয় অর্থাৎ অনুমান ছাড়া অন্য কোন প্রমানের দ্বারা যদি বাধিত হয় তাহলে দোষ ঘটে এবং বাধিত হেত্বাভাস ঘটে।

অসদ্ধেতুক অনুমিতির বৈশিষ্ট্য : ষোড়শ পদার্থবাদী ন্যায় দর্শনে হেত্বাভাস হল ত্রয়োদশ পদার্থ। ন্যায় মতে পদার্থ সমূহ তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের হেতু। অতএব মোক্ষকামী ব্যক্তির পক্ষে হেত্বাভাসের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এই হেত্বাভাস শব্দটি দুটি ভিন্ন এবং সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একটি হল হেতুর দোষ এবং অন্যটি হল দুষ্ট হেতু। তবে নব্য নৈয়ায়িকগণ উভয় অর্থেই 'হেত্বাভাস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রঘুনাথ শিরমণি বলছেন, "হেতোরাভাস দোষো হেত্বাভাসাঃ।"[৮] অন্নংভট্ট দীপিকায় হেত্বাভাসের লক্ষণে বলেছেন, "অনুমিতি প্রতিবন্ধকতা যথার্থ জ্ঞান বিষত্বং হেত্বাভাষাত্বম"[৯] অপর দিকে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' তে বলেছেন, "যদবিষয়কত্বেন জ্ঞানস্যানুমিতি বিরোধত্বং তত্ত্বম্"[১০] কাজেই সমস্ত লক্ষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, অনুমিতি বা পরামর্শের প্রতিবন্ধক যে যথার্থ জ্ঞান, তার বিষয় হল হেত্বাভাস।

হেত্বাভাসের বিভাগ : ন্যায় মতে সৎ হেতুর পাঁচটি রূপ বর্তমান। এই পাঁচটি রূপের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি হেত্বাভাসের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা –

সব্যভিচার হেত্বাভাস : অন্নংভট্ট 'তর্কসগ্রহ'গ্রন্থে বলেছেন "সব্যভিচারঃ অনৈকান্তিকঃ"[১১] অর্থাৎ যে হেতু অনৈকান্তিক অর্থাৎ ঐকান্তিক নয়। যা সৎ হেতু তা সপক্ষে থাকবে কিন্তু বিপক্ষে থাকবে না। অথচ কোন হেতু যদি সপক্ষঃ এবং বিপক্ষ উভয় স্থানেই থাকে তাহলে ব্যভিচার দোষ হয়। এই প্রকার হেত্বাভাস আবার তিন প্রকার যথা-সাধারণ, অসাধারণ এবং অনুপসংহারী।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস : অন্নংভট্ট 'তর্কসগ্রহ'গ্রন্থে বলেছেন, "সাধ্যাভাব্যাপ্তো হেতুঃ বিরুদ্ধ"[১২] অর্থাৎ যে হেতুর সঙ্গে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি আছে সেই হেতু বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। যেমন– 'শব্দ নিত্য কৃতকত্বাৎ' এক্ষেত্রে এখানে বিরোধের জ্ঞান সাধ্যসমানাধিকরন্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা হয়।

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস : অন্নংভট্ট 'তর্কসগ্রহ'গ্রন্থে বলেছেন, "যস্য সধ্যাভাব সাধকং হেত্বন্তরং বিদ্যতে স সৎপ্রতিপক্ষঃ"[১৩] অর্থাৎ যে অনুমানে সাধ্যের সাধক হেতুর মত সাধ্যের অভাব সাধক অন্য হেতু বা পতিপক্ষ হেতু থাকে, সেই হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস। যেমন- 'শব্দ নিত্যঃশ্রাবনত্বাৎ শব্দত্ববৎ' এবং অপর দিকে 'শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাদ্ ঘটবৎ' সুতরাং বলা যায় যে পরামর্শকালে পক্ষটি বস্তুতঃ সাধ্যাভাবের বাক্যের অশ্রয় হয় সেটি সৎপ্রতিপক্ষ।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস : মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে যাকে 'সাধ্যসম' হেত্বাভাস বলেছেন তাকে 'অসিদ্ধ' হেত্বাভাসও বলা হয়। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে (১/২/৪৯) সাধ্যসম হেত্বাভাসের লক্ষণ দিয়েছেন, "সাধ্য-অবশিষ্ট সাধ্যত্বাৎসাধ্যসমঃ"[১৪] অন্নংভট্ট তর্কসগ্রহ'গ্রন্থে বলেছেন অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার—ক) আশ্রায়াসিদ্ধ, খ) স্বরূপাসিদ্ধ এবং গ) ব্যপ্যত্বাসিদ্ধ।

বাধিত হেত্বাভাস : মহর্ষি গৌতম বাধিত হেত্বাভাসকে কালাতীত হেতাভাস বলেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে কালাতীত হেত্বাভাসের লক্ষণে বলেছেন "কালাত্যয় অপদিষ্টঃকালাতীতঃ"[১৫] অর্থাৎ যেহেতু অনুমানে কালাত্যয় অপদিষ্ট(প্রযুক্ত) হয় তাকে কালাতীত হেত্বাভাস বলে। এছাড়াও অন্নংভট্ট তর্কসগ্রহ'গ্রন্থে বাধিত হেত্বাভাসের লক্ষণে বলেছেন, "যস্য সধ্যাভাব প্রমাণান্তযেন নিশ্চিতঃস বাধিতঃ।"[১৬]

অসদ্ধেতুক অনুমিতির আলোচনান্তে আমি ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর অনুমান তথা ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা করেছি এই পর্বে আমি ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের ভূমিকা তথা গুরুত্ব এবং ঈশ্বরকে কোন প্রমানের দ্বারা জ্ঞাত হয় এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরানুমিতি : ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র একটি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এবং আধ্যাত্মকতার রসে নিমজ্জিত প্রত্যেকটি দর্শন সম্প্রদায়ই কোন না কোন ভাবে পরমেশ্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তবে সেটা নাস্তিক চার্বাক থেকে শুরু করে বেদ নির্ভর বেদান্ত পর্যন্ত। তবে একটি কথা স্মরণীয় যে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ঈশ্বর স্বীকারের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- চার্বাকগণ দেশের রাজাকে ঈশ্বররূপে গ্রহন করেছেন, বৌদ্ধগণ গৌতম বুদ্ধকেই ঈশ্বর রূপে স্বীকার করেছেন। সর্বোপরি ন্যায় দর্শনও ভিন্ন কিছু নয় তাঁরাও অন্যান্য দর্শনের মতো ঈশ্বর স্বীকার করেছেন। কিন্ত অন্যভাবে তাঁদের মতে ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্ত কারণ। কেননা ঈশ্বরওযদি জগৎ সৃষ্টির জন্য উপাদানরূপে কিছু না পেতেন তাহলে জগৎ সৃষ্টি সম্ভবপর হতো না। তবে অনেক দর্শন সম্প্রদায়ের মতো ঈশ্বর সিদ্ধ নয় এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ঈশ্বর সিদ্ধ না হলে ঈশ্র নমস্কার মঙ্গলের ফল বিঘ্ন-ধংস-সিদ্ধ হতে পারে না। এই জন্য ভাষা পরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ঈশ্বরের প্রমান সূচনা করতে গিয়ে বলেছেন— "সংসার-মহীরুহস্য বীজায়।"[১৭] সর্ব্বজ্ঞত্ব বা সর্বশক্তিমত্ত্ব বিশেষণের দ্বারাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হতো, কিন্তু তাতে সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রদর্শিত হতো না। এইজন্যই উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের "ক্ষিত্যাস্কুরাদিক সকর্ত্তকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ"[১৮] – এই রূপ অনুমানের প্রমাণ সূচিত হয়।

প্রত্যক্ষ প্রমান বাদী চার্বাক অতীন্দ্রিয় কোন বস্তু স্বীকার করেন না, রঘুনাথ শিরমণি দ্ব্যনুক স্বীকার করেন না। দ্ব্যনুককে পক্ষ করলে তাঁদের মতে পক্ষাসিদ্ধ হয়। এই জন্য এই অনুমানের পক্ষ-ক্ষিত্যাঙ্কুর। ক্ষিত্যাঙ্কুর শব্দের অর্থ প্রথমোৎপন্ন কার্য। এই অনুমিতির সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব। আর অর্থ-কৃতিমঞ্জন্যত্ব বা কৃতিজন্যত্ব। এই অনুমিতির হেতু-কার্যাত্ব। দৃষ্টান্ত ঘট। উক্ত অনুমানের দ্বারা পক্ষে কৃতিজন্যত্ব সিদ্ধ হলে, 'সা কৃতিঃ ক্বচিদাশ্রিত গুণত্বাৎ রূপবৎ'- এই অনুমানের দ্বারা সেই কৃতির আশ্রয় রূপে যে পুরুষ সিদ্ধ হবে তিনিই ঈশ্বর, তিনি অশরীর। জীবের কর্মানুসারে শরীরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার ইচ্ছামাত্রের দ্বনুকাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্ট হয়। তাই তিনি জগৎ কর্তা।

আপত্তি হতে পারে - মঠ, পট প্রভৃতি যাবতীয় কার্য শরীর দ্বারা সৃষ্টি। যা শরীর দ্বারা সৃষ্টি নয়, তাদের কোন কর্তা নেই। যেমন গগন শরীর দ্বারা সৃষ্ট না হওয়ায় কর্তৃরহিত। নিত্যঙ্কুরাও সেই শরীর দ্বারা সৃষ্ট না হওয়ায় সকর্ত্তৃক হবে না। প্রতিবাদীর এই অভিপ্রায়ের ব্যপ্ত করার জন্য 'ন চ শরীরজন্যত্বেন' গ্রন্থ দ্বারা "ক্ষিত্যাস্কুরাদিকং কর্তজন্যকং শরীরাজন্যত্বাৎ"[১৯] এই রূপ সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করেছেন। এছাড়াও আচার্য উদয়নের লেখা 'ন্যায়কুষুমানঞ্জলি' গ্রন্থে তিনি পূর্বপক্ষীরূপে বিভিন্ন নিরীশ্বরবাদীদের মত খণ্ডন পূর্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রমান ও তর্কের সাহায্যে ঈশ্বরসাধনাই 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' রচনার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তবে সকল সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বর স্বীকার করলেও অনেক সম্প্রদায়ের তথা চার্বাক, বৌদ্ধ থেকে শুরু করে সাংখ্য, এমনকি মিমাংসক মতে ঈশ্বরকে প্রমানের অভাবে জানা যায় না। এই প্রশ্নের উত্তরে কুসুমাঞ্জলকার আচার্য উদয়ন বলেন যে ঈশ্বরকে অনুমান প্রমানের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হতে পারি এবং তিনি দেখান যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধনে কেবল বাধক প্রমানের নিরাকরণই নয় সেই সঙ্গে সাধক প্রমানও রয়েছে। ঈশ্বর বিরোধীরা যখন দেখান, ন্যায় স্বীকৃত ক্ষত্যাদির সকর্ত্তৃকত্বের সাধক হেতু গুলি কিংবা বেদের পৌরুষাত্বের সাধক হেতু হেত্বাভাস তখন আচার্য ঐ সমস্ত দোষ উদ্ধার করে নিজ প্রযুক্তি হেতু গুলোর স্বদ্ধেতুক স্থাপন করেন।

শ্রীমদুয়ন 'ন্যায়কুষুমানঞ্জলি' গ্রন্থে পঞ্চম স্তবকে প্রথম শ্লোকে বলেছেন-

"কার্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।
বাক্যাৎ সাংখ্যাবিশেষমাচ্চ সাধ্য বিশ্ববিদব্যয়ঃ।।"[২০]

তিনি প্রথম শ্লোকে অনুমানের যে আটপ্রকার হেতুর কথা বলেছেন, যেমন- কার্য্যত্বাৎ, আয়োজন, ধৃত্যাদেঃ, পদ, প্রত্যয়, শ্রুতে, বাক্যাৎ, এবং সাংখ্যবিশেষাৎ এই আটটি হেতুর মাধ্যমে ঈশ্বর যে অনুমানে মাধ্যমে জানা যায় তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ঈশ্বরকে অনুমানে দ্বারা জ্ঞাত হওয়ার পরবর্তী ক্ষেত্রে ঈশ্বরানুমিতিতে হেত্বাভাসের আশঙ্কা হতে পারে কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি -

ঈশ্বরানুমিতিতে হেত্বাভাসের আশঙ্কা : জটিল থেকে জটিলতর কর্মস্বরূপ ঈশ্বরানুমিতিতে মনোনিবেশ করে সর্বাপেক্ষায় যে জটিল সমস্যায় পড়তে হয় তা হল ঈশ্বরানুমানে বিভিন্ন হেত্বাভাসের আশঙ্কা। এই হেত্বাভাসগুলিই বর্তমানে ঈশ্বরের অনুমান কার্যে বাধাপ্রদান করে আশঙ্কিত করে আশঙ্কাগুলি হল-

যে অনুমানে আশ্রয়টি বা পক্ষটি অসিদ্ধ সেই অনুমানস্থলে যেহেতু প্রযুক্ত হয় তা প্রকৃত হেতু নয় এবং সেটাই আশ্রায়াসিদ্ধ হেত্বাভাস। ঈশ্বরানুমানে ঈশ্বর সাধ্য বিষয় হলে আমাদের সংশয় জন্মে যে এই সাধ্য কিরূপ পক্ষে সাধিত হবে? পক্ষটি কি মূলত ঈশ্বর কোন দৃষ্টবস্তু নয়। তাই তার পক্ষটিও ক্ষত্যাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ যোগ্য বস্তু ধরে নেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আশঙ্কা থেকেই যায় যে ঈশ্বরানুমানে গৃহিত পক্ষটি কি সিদ্ধ?

অনুমান স্থলে যে হেতু স্বরূপ অনুমানের পক্ষে থাকে না, সেই হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস। ঈশ্বরানুমান বাহ্য জাগতিক অনুমানের ন্যায় লেশ, ক্লেশ হীন নয়। এইরূপ আশঙ্ক হতেই পারে যে ঈশ্বরানুমান কালে যে পক্ষটি গ্রহন করা হচ্ছে তা আদৌ স্বরূপ বিদ্যমান নাই। কারণ এখানে পক্ষটি কে আমরা পক্ষত্বের মাধ্যমে দেখতে পাই না। সে ক্ষেত্রে আশঙ্কা থেকেই যায়।

পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধির জন্য অনুমান প্রযুক্ত হলে যদি দেখা যায় ঐ পক্ষে সাধ্যের অভাবটি সিদ্ধ হচ্ছে তাহলে পক্ষে সাধ্যের আভাবই প্রমানসিদ্ধ, তাহলে সেই অনুমানের হেতুটি বাধিত। ঈশ্বরানুমানে ঈশ্বর সাধ্য যেমন সাধারনের অজ্ঞাত সেইরূপ পক্ষটিও সাধারনের অজ্ঞাত তাই প্রদত্ত হেতুটি দুটি সম্বন্ধের সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞাত না হওয়ায় এইরূপ আশঙ্কা হতে পারে যে ঐই হেতুটি পক্ষে সাধ্য কে প্রমাণ না করে অর্থাৎ ঈশ্বরানুমানের অধিকরণে ঈশ্বরভাব উপপাদন না করে দেয়।

সিদ্ধসাধন হল সিদ্ধ বস্তুর পুনরায় সাধন। এই আশঙ্কা হতে পারে যে ঈশ্বররূপ সাধ্যের অনুমিতি 'ন্যায়কুষুমানঞ্জলি' গ্রন্থের পূর্বে অন্যান্য নৈয়ায়িকগণ বা বিভিন্ন অন্যান্য দার্শনিকগন নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সাধন করেছেন। তাহলে 'উদয়ন' পুনরায় এইরূপ একটি সাধ্য সাধন করার জন্য কোন প্রযুক্ত হলেন। কারণ এইরূপ হলে তা সিদ্ধসাধন আশঙ্কা হয়।

উপাধিবিশিষ্ট হেতুই ব্যপ্যতাসিদ্ধ যে হেতুতে ব্যাপ্তি অসিদ্ধ তা বপ্যতাসিদ্ধ হেতুতে উপাধি থাকলে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরানুমানের গৃহিত হেতুটি যেমন অলৌকিক তেমনি সাধ্য ঈশ্বও অলৌকিক।

সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতু থাকলে ব্যভিচার বা সব্যভিচার দোষ হয়। সুতরাং ঈশ্বরানুমানের ঈশ্বর রূপ সাধ্য কে যদি প্রমাণ করে আবার ঈশ্বর রূপ অভাবের অধিকরণে যদি প্রমাণ করে দেয় তাহলে ব্যভিচার আশঙ্কা হয় এছাড়া আশঙ্কা হতে পাকে যে ঈশ্বর অলৌকিক হওয়ায় তার অন্বয় সম্ভব হলেও ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে না থেকে যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে তাহলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হয়। সুতরাং ঈশ্বরানুমানে আশঙ্কা হতে পারে যে যেহেতু ইশ্বরানুমান হেতুটি ঈশ্বরকে না প্রমাণ করে ঈশ্বর বিরুদ্ধ কোন বিষয়কে প্রমান করে দিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হয় থাকে।

অনুমানে সাধ্যের সাধক হেতুর প্রয়োগের মতো সাধ্যের অভাবের সাধক হেত্বন্তরের প্রয়োগ হলে সৎপতিপক্ষ দোষ হয়। ঈশ্বরানুমানের ক্ষেত্রে আশঙ্কা হতে পারে বিরুদ্ধবাদীগণ বা ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দিয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ আশঙ্কা দেখা যায়।

আশঙ্কা উত্থাপন করে সর্বোপরি দোষ মুক্ত করার প্রয়াস করেছি। কুসুমাঞ্জলকার আচার্য উদয়ন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলেছেন-

"সৎপক্ষপ্রসরঃ সতং পরিমলপ্রোদ্ধোধবদ্ধোৎসবো
বিল্লানো ন বিমর্দনেমৃতরসপ্রস্যন্দমাধবীকভুঃ
ঈশস্যৈষ নিবেশিতঃ পদযুগে ভঙ্গয়মানং ভ্রম
চ্চেতা মে রমত্ববিঘ্নমনভে ন্যায়প্রসূনাঞ্জলি।"[২১]

এই মঙ্গলাচরণে আমরা দুই প্রকার ব্যখ্যা পাই। প্রথমত, কুসুমাঞ্জলির পক্ষে ব্যাখ্যা আর অপর দিকে ন্যায় পক্ষের ব্যাখ্যা। তিনি ন্যায়পক্ষের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁর আসল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। যার থেকে পক্ষতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট ও সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে হেতুর প্রমাজ্ঞান হয়, প্রমাত্মক ব্যাপ্তি জ্ঞানের জনক হওয়ায় যা বিবেক ব্যক্তিগণের আনন্দদায়ক হয়, বিরোধী প্রমাণের উপস্থিতিতেও যা স্বপক্ষসাধনের অক্ষম হয় না, যা মুমুক্ষজনের প্রর্থিত আবর্তরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্তির কারণ, ঈশ্বর বিষয়ক প্রমাণ ও তর্কের সাধনে যা প্রবৃত্ত, এই রূপ যে শব্দদোষ ও অর্থদোষ রহিত কুসুমাঞ্জলি সদৃশ ন্যায়- তা মোক্ষের উপায় অনুসন্ধানে রত ইতস্তত ধাবামান আমার মনকে বিরোধী নাস্তিক যুক্তিসমূহ খণ্ডন এর মাধ্যমে আনন্দিত করুক।

ন্যায় পক্ষের ব্যাখ্যা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সুকৌশলী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নিষেধপক্ষকে পরাস্ত করে মঙ্গলাচরণে শ্লোকে 'সৎপক্ষপ্রসরঃ' এই পদটির দ্বারা ঈশ্বরানুমানে আশ্রায়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ, বাধ, ভাগাসিদ্ধ, এবং সিদ্ধসাধন দোষের নিরসন করেছেন এবং 'সতাংপরিমল প্রোদ্ধোধ্বদ্ধোৎসব' এই অংশটি দ্বারা ঈশ্বরানুমানে ব্যপ্যত্বাসিদ্ধ, ব্যভিচার ও বিরুদ্ধ হেত্বাভাস নিরাশ করেছেন। এবং সর্বোপরি 'বিল্লানো ন বিমর্দ্দনে' এই অংশটি দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক ন্যায় বাক্য যে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ রহিত তা দেখানো হয়েছে। আমি নিম্নরূপ ভাবে দোষ নিরসনে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম।

আশ্রায়াসিদ্ধ নিরসন : ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি হচ্ছে সৎপক্ষ। সৎপক্ষের অর্থ হল প্রামাণিক পক্ষ। যার বাস্তবে অস্তিত্ব আছে, যা অলিক নয় তাই হল প্রমানিত পক্ষ। ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি পক্ষতাবচ্ছেনকবিশিষ্ট পক্ষ অর্থাৎ সিষাধয়িষা বিরহ সহকৃত সিদ্ধ্যভাবকচ্ছেদকবিশিষ্ট পক্ষ। এক কথায়, প্রতিবন্ধকতাভাব বিশিষ্ট এবং উত্তেজকাভাববিশিষষ্ট- এই রকম পক্ষে প্রসর হয়ে সৎপক্ষপ্রসরঃ হেতুর অশ্রয় পক্ষটি যদি বাস্তবে না থাকে অর্থাৎ পক্ষ পক্ষতাবচ্ছেদক যদি না থাকে তাহলে আশ্রায়াসিদ্ধ দোষ হয়। কিন্ত যেহেতু ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি পক্ষতাবচ্ছেনকবিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রামাণিক, সেহেতু আশ্রায়াসিদ্ধ হেত্বাভাস যটে না।

স্বরূপাসিদ্ধ নিরসন : ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি যে শুধু সৎপক্ষ তাই নয়, একই সঙ্গে সৎপক্ষপ্রসরঃ। 'প্রসর' বলতে বোঝায়, প্রকৃষ্ট বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, প্রমানিত পক্ষে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়েছে যে হেতুর সেটিই সৎপক্ষপ্রসর।

যেহেতু পক্ষে স্বরূপত সিদ্ধ হয় না, সেটি স্বরূপাসিদ্ধ। অর্থাৎ পক্ষে হেতু বা হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম না থাকলে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসে দুষ্ট হয়। কিন্ত ঈশ্বরানুমানের পক্ষে হেতুর যথার্থ বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে। পক্ষেই সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মায়। কাজেই 'সৎপক্ষপ্রসর' এই পদটির পক্ষে হেতুর বৃত্তিতা নিশ্চিত করায় হেতুর পক্ষে স্বরূপত সিদ্ধি হয়। অসিদ্ধ হয় না। সুতরাং ঈশ্বরানুমানে আর স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসের সম্ভাবনা থাকে না।

বাধ নিরসন : পক্ষে সাধ্যের অভাব প্রমাণ সিদ্ধ হলে বাধদোষ হয় এবং ঐ হেতুটি বাধিত হয়। ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি সৎপক্ষ অর্থাৎ প্রমানিত পক্ষ, এইরূপ পক্ষে হেতুর যথার্থ জ্ঞান হয়-সৎপক্ষ প্রসর। আর কোন প্রমানিত পক্ষে হেতুর যথার্থ জ্ঞান থাকলে সেখানে সাধ্যের অভাব প্রমানিত হতে পারে না। বরং সাধ্যের যথার্থ জ্ঞান হয়। সাধ্যের যথার্থ জ্ঞান যা প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত তা অন্য প্রমাণের দ্বারা অপ্রমানিত বা বাধিত হতে পারে না। কারণ প্রমাণ কখনো বাধিত হয় না। প্রমান আভাস বাধিত হয় ফলে ঈশ্বরানুমানে আর বাধ দোষের সম্ভবনা থাকে না।

ভাগাসিদ্ধ নিরসন : 'সৎপক্ষপ্রসর' এই বিশেষণের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি যেমন সৎপক্ষ অর্থাৎ প্রামাণিক পক্ষ তেমনি এরূপ পক্ষে হেতুটি প্রসর হয়া। প্র= ব্যাপকভাবে অর্থাৎ সকল পক্ষ, সর= জ্ঞান অর্থাৎ হেতুর জ্ঞান। প্রামাণিক পক্ষে হেতুর যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয় তা পক্ষের সর্বত্র ব্যপ্ত থাকে। ফলে ভাগাসিদ্ধ দোষের আশঙ্কা থাকে না। বলাবাহুল্য, ভাগাসিদ্ধ তখনই হয় যখন কোন হেতু অনুমানের ধর্মীরূপ পক্ষের একাংশ অসিদ্ধ হয়। পক্ষের সর্বত্র ব্যপ্ত হেতুর ভাগাসিদ্ধ অসম্ভব।

সিদ্ধসাধন নিরসন : পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধ অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা হয়। কিন্ত সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা থাকলে সাধ্যের সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা হয় না।অর্থাৎ সিদ্ধসাধন দোষের হয় না। সিদ্ধি যেমন অনুমিতির প্রতিবদ্ধক তেমনি সিষাধয়িষা হল উত্তেজক। উত্তেজক থাকলে প্রতিবদ্ধকের কার্যকারিতা নাশ হয়ে যায়। ফলে সেক্ষেত্রে সিদ্ধি বিষয়ের পুনরায় সাধন আর দোয়ের হয় না। ঈশ্বরানুমানের পক্ষটি 'সৎপক্ষ'। 'সৎ' শব্দে যেমন প্রামাণিক পক্ষকে বোঝায় তেমনি 'পক্ষ'শব্দে সিষাধয়িষিত সাধ্য ধর্মবিশিষ্ট ধর্মকে বোঝায়। অর্থাৎ পক্ষটি যে কেবল পক্ষতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট তাই নয়, সেই সঙ্গে অনুমিৎসা বিষয়ীভূত সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মী।সুতরাং ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ হলেও বিরুদ্ধবাদীগণ উদ্ভাসিত প্রমাণাভাস ও তর্কভাসের ফলে যে সংশয় ও বিপরীত ধারনা জন্মায় তা নিরসন করার জন্য অনুমিৎসা থাকায় এস্থলে সিদ্ধসাধন দোষের হয় না।

ব্যপত্বাসিদ্ধ নিরসন : অসিদ্ধ বিশেষণ হেতু যেমন ব্যপ্যাত্বা সিদ্ধি হয়, তেমনই যে হেতুতে ব্যাপ্তি অসিদ্ধ তা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। কিন্তু আলোচ্য ঈশ্বরামিতিতে ব্যপ্যত্বাসিদ্ধ ঘটেনা। কারণ উদয়ন বলেছেন, 'সতাং পরিমলপ্রোদবোধদ্বোৎসব' অর্থাৎ ঈশ্বরানুমিতিতে সৎব্যক্তিগণ যাঁরা বিবেক বা যাঁদের বিচার করার ক্ষমতা আছে তাঁরা সর্বতোভাবে ব্যপ্তিজ্ঞনের দ্বারা আনন্দলাভ করেন। ঈশ্বরানুমিতি ভুয়োদরর্শন ও অনুকূল তর্কের দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞানের উৎপাদনপূর্বক আনন্দবর্ধনকারী 'সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত'যার অর্থ অন্বয় ও ব্যতিরেকে ব্যাপ্তি যা যথার্থ ব্যাপ্তি। যেক্ষত্রে হেতু ও সাধ্যের যথার্থ ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকে সেক্ষেত্রে তার ব্যপ্যত্বাসিদ্ধ দোষ থাকতে পারে না।

ব্যভিচার নিরসন : সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতু থাকলে ব্যভিচার বা সব্যভিচার দোষ হয়। অর্থাৎ কোন স্থানে হেতু আছে, অথচ সাধ্য নেই, এইরূপ হলে ব্যভিচার দোষ হয়। 'সতাংপরিমল প্রোদ্ধোধ্বদ্ধোৎসবঃ' এই শব্দের অর্থ হল পরামর্শকুশলী সজ্জনগনের ভুয়োদরর্শন ও অনুকূল তর্কের মাধ্যমে ব্যাপ্তি প্রমা জ্ঞানের দ্বারা উৎপাদিত আনন্দ যৎকর্তৃক। আর এই পদের দ্বারাই ঈশ্বরানুমিতিতে ব্যভিচার দোষ নিবারি হয়। কারণ যেক্ষত্রে সমস্ত প্রকার (পরি) ব্যাপ্তি (মল) থাকে, অন্বয় ও ব্যতিরেকে উভয় প্রকার ব্যাপ্তি থাকে সেক্ষেত্রে হেতু সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকতে পারে না। হেতু সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকলে ব্যতিরেকব্যপ্ত কখনই সম্ভব নয়।

বিরোধ নিরস : সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে না থেকে যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে তাহলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বা বিরোধ দোষ ঘটে। 'সতাংপরিমল প্রোদ্ধোধ্বদ্ধোৎসবঃ' পদের দ্বারা হেতু ও সাধ্যের সুনিশ্চিত হওয়ায় বিরোধ দোষের সম্ভবনা থাকে না। অন্বয় ও ব্যতিরেকে উভয় প্রকার ব্যাপ্তি থাকায় সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে না। ফলে ঈশ্বরানুমিতিতে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস ঘটে না।

সৎপ্রতিপক্ষ দোষ নিরসন : ঈশ্বরানুমানের 'বিল্লানো ন বিমর্দ্দনে' এই বাক্যাংশের দ্বারা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস নিরসন করা হয়েছে। 'বিল্লানো ন বিমর্দ্দনে 'কথাটির অর্থ হল, ঈশ্বর সাধক এই ন্যায় গুলি এতই সুদৃঢ় যে এর বিরোধীপক্ষীরা

যে কোনরূপ ন্যায় প্রয়োগ করে প্রকৃত ন্যায় এর অসমার্থ্যজন্মাতে পারবেন না ফলে বিরোধী হেতুর দ্বারা ঈশ্বরানুমানের হেতুর কার্যক্ষমতা নষ্ট হতে পারে না। এককথায়, এমন কোন বিরোধী হেতু নেই যার দ্বারা ঈশ্বরানুমানের মূল হেতুর কার্যকারিতা নাশ করে পক্ষে সধ্যাভাব প্রমাণ করা যায়। তাই ঈশ্বরানুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস ঘটে না।

উপসংহার : ভারতীয় দ র্শনর একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতুহলী বিষয় হল 'ঈশ্বর'। প্রায় সমস্ত দর্শন সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন। সমস্ত সম্প্রদায়র যুক্তিও ভিন্ন ভিন্ন তবে অনেক দর্শন সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর থাকলেও তাকে প্রমাণের অভাবে জানা যায় না। এক্ষেত্রে ন্যায় দর্শন যুক্তি দিয়েছেন যে, ঈশ্বর কে নাকি অনুমানের দ্বারা জানা যায়। আর এখানেই একটি সমস্যা দেখা দিল যে, অনুমান মানেই তাকে সৎ হেতু হতে হবে। যদি না হয় তাহলে হেত্বাভাসের আশঙ্কা থেকে যায়। আমার এই প্রবন্ধে অনেক যুক্তি তথা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখালাম এখানে যে অনুমান করা হচ্ছে তাতে কোন সমস্যা নেই। সুতরাং সর্বোপরি আমি আলোচনান্তে কুসুমাঞ্জলকারের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম যে ঈশ্বরানুমানের কোন প্রকার হেত্বাভাস ঘটে না। ফলস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুমানের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

১. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র. 'তর্কসংগ্রহ', কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০. পৃ. ২৮২
২. ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী. 'ভাষাপরিচ্ছেদ', কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৭০. পৃ. ২৪৮
৩. ফণীভূষণ. 'ন্যায় দর্শন', কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ২০১৪. পৃ. ১৫০
৪. গোস্বমী, নারায়নচন্দ্র. 'তর্কসংগ্রহ', কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক, ১৪১০. পৃ. ৩৬২
৫. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র. 'তর্কসংগ্রহ', কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০. পৃ. ৪০৭
৬. বাগচী, দীপক কুমার. 'তর্কস্ংগ্রহ', কলকাতা, মিত্রম, ২০১২. পৃ. ১২৫
৭. বাগচী, দীপক কুমার. 'তর্কস্ংগ্রহ', কলকাতা, মিত্রম, ২০১২. পৃ. ১২৫
৮. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, কেয়া মন্ডল. 'ন্যায়সম্মত প্রমাণতত্ত্বের রূপরেখা', কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৭. পৃ. ৩৬
৯. বাগচী, দীপক কুমার. 'তর্কস্ংগ্রহ', কলকাতা, মিত্রম, ২০১২. পৃ. ১২৭
১০. ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী. 'ভাষাপরিচ্ছেদ', কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৭০. পৃ. ৩৭৪
১১. বাগচী, দীপক কুমার. 'তর্কস্ংগ্রহ', কলকাতা, মিত্রম, ২০১২. পৃ. ১২৮
১২. পোদ্দার, কানাইলাল. 'তর্কসংগ্রহ', কলকাতা, বানার্জী পাবলিকেশন, ১৯৮৮. পৃ. ১৯১
১৩. পোদ্দার, কানাইলাল. 'তর্কসংগ্রহ', কলকাতা, বানার্জী পাবলিকেশন, ১৯৮৮. পৃ. ১৯১
১৪. পোদ্দার, কানাইলাল. 'তর্কসংগ্রহ', কলকাতা, বানার্জী পাবলিকেশন, ১৯৮৮. পৃ. ২০৫
১৫. ফণীভূষণ. 'ন্যায় দর্শন', কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ২০১৪. পৃ. ৪১০
১৬. ফণীভূষণ. 'ন্যায় দর্শন', কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ২০১৪. পৃ. ৪২৩
১৭. ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী. 'ভাষাপরিচ্ছেদ', কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৭০. পৃ. ১১
১৮. বাগচী, দীপক কুমার. 'তর্কস্ংগ্রহ', কলকাতা, মিত্রম, ২০১২. পৃ. ৪৬
১৯. ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন. 'ন্যায়কুষূমানঙ্গলি', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ১৯৯৫. পৃ. ৩৮১
২০. ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন. 'ন্যায়কুষূমানঙ্গলি', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ১৯৯৫. পৃ. ৩৭৯
২১. ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন. 'ন্যায়কুষূমানঙ্গলি', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ১৯৯৫. পৃ. ০১